AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date: 31.08.2024 **Time: 7.35 AM**

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) আরজিকর কান্ডের প্রতিবাদ বিক্ষোভের মধ্যেই ধর্ষণের বিরুদ্ধে কড়া আইন চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও একবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন।

পাল্টা চিঠিতে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী জানিয়েছেন, মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসা ও অপরাধের মোকাবিলায় কেন্দ্রের আইন ও ব্যবস্থা রাজ্য সরকার সঠিকভাবে পালন করলে অপরাধীদের দ্রুত ন্যায় বিচার দেওয়া সম্ভব।

২) আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তাররা তাদের অবস্থানে অনড় থাকলেও আজ থেকে তাঁরা সাধারণ রোগীদের জন্য চার ঘন্টার টেলি মেডিসিন পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৩) কলকাতা হাইকোর্ট ছাত্র সমাজের নবান্ন অভিযানের অন্যতম আহ্বায়ক সায়ন লাহিড়ীকে আজকের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

৪) আর জি করের ঘটনার মধ্যেই জলপাইগুড়ির ফাঁসিদেওয়া ব্লকে ১৭ বছরের এক নাবালিকার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

৫) হরিয়ানায় কাজ করতে যাওয়া এরাজ্যের এক পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে।

৬) এবার থেকে শিশু শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়করাও ইপিএফ-এর সুবিধা পাবেন।

৭) যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আজ ডুরান্ড কাপ ফুটবলের ফাইনালে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট, নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে।

আরজিকর কান্ডের প্রতিবাদ বিক্ষোভের মধ্যেই ধর্ষণের বিরুদ্ধে কড়া আইন চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আরও একবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছেন। দুপাতার সেই চিঠিটি গতকাল সমাজ মাধ্যমে পোস্টও করেন তিনি। এর আগে গত ২২শে আগস্ট ধর্ষণ বিরোধী কঠোর আইন বলবত করার বিষয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রথম চিঠি লিখেছিলেন মমতা। নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের সেই চিঠির জবাব আসলেও সুস্পষ্ট কোনো উত্তর মেলেনি এবং প্রধানমন্ত্রীও তার কোনো উত্তর দেন নি বলে দ্বিতীয় চিঠিতেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

আগের চিঠিতে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে ১৫ দিনের মধ্যে ধর্ষনের মামলার বিচারপ্রক্রিয়া শেষ করে শাস্তি নিশ্চিত করার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি যৌন নির্যাতনের বিচার পরিকাঠামো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কেও প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়েছিল। জবাবে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে যে চিঠি এসেছে তাতে এ প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ নেই বলে দ্বিতীয় চিঠিতে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয় চিঠির উত্তরেও নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী আরও একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় ইতোমধ্যেই ধর্ষণ ও খুনের মত জঘন্য অপরাধের মোকাবিলায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সংস্থান রয়েছে। ভারতীয়

নাগরিক সুরক্ষা সংহিতাতেও ধর্ষণের ক্ষেত্রে ফরেন্সিক পরীক্ষা সহ তদন্ত প্রক্রিয়া, চার্জশিট দাখিলের দুমাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করার সংস্থান রাখা হয়েছে। মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসা ও অপরাধের মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের যেসমস্ত আইন ও ব্যবস্থা রয়েছে, রাজ্য সরকার যদি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, তাহলে অপরাধীদের দ্রুত ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করা সম্ভব বলে অন্নপূর্ণা দেবী তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তাররা তাদের অবস্থানে অনড় থাকলেও আজ থেকে তাঁরা সাধারণ রোগাদের জন্য টেলি মেডিসিন পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গতকাল গভীর রাতে পশ্চিমবঙ্গ জুনিয়ার ডাক্তার্সদের পক্ষ থেকে একথা ঘোষণা করা হয়। প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টো পর্যন্ত চার ঘন্টার জন্য এই পরিষেবা পাওয়া যাবে। এই জন্য রোগীদের কয়েকটি হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। এই নম্বরগুলি হল, **৮৭৭৭৫৬৫২৫১, ৮৭৭৭৫৬৯৩৯৯, ৮৭৭৭৫৭৯৫১৭ এবং ৬২৯০৩২৬০৭৯।**

উল্লেখ্য, আন্দোলনকারীরা তরুণী পিজিটি চিকিৎসকের নির্যাতন ও খুনের ঘটনার বিচারের পাশাপাশি আর জি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে সাসপেন্ড এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগও দাবি করে। সব দাবি দাওয়া না মানা পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে বলে স্পষ্ট জানানো হয়েছে।

এদিকে, আন্দোলনকে আরও বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আর জি করের প্রাক্তনীরা একটি স্থায়ী ধর্ণা মঞ্চ তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছে। দাবি দাওয়ার নিষ্পত্তি না হলে বুধবার চৌঠা সেপ্টম্বর থেকে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচী শুরু করা হবে বলে জানা

গেছে। ঐদিনই ওয়েস্টবেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরর্স ফ্রন্ট সুবিচারের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশে রাত ৯ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত এক ঘন্টা বাড়ির আলো নিভিয়ে রাখারও প্রস্তাব দিয়েছে।

অন্যদিকে, আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ অব্যাহত। জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস আজ বিকেল চারটে নাগাদ ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল থেকে সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত এক মিছিলের ডাক দিয়েছে।

চিকিৎসকের আর একটি সংগঠন আইএডিভিএল-ও আজ আর একটি প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হবে।

প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকেও বেলা ২টোয় শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনের গেট থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের করা হবে। এরপর অবস্থান বিক্ষোভ করা হবে শ্যামবাজার মেট্রোর সামনে।

উত্তর কলকাতার সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরাও বিকেল ৪ টে নাগাদ কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছেন। বেথুন স্কুলের প্রাক্তনীরাও স্কুলের সামনে থেকে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় পর্যন্ত প্রতিবাদে সামিল হবেন।

মধ্য কলকাতার বিভিন্ন স্কুলের পক্ষ থেকেও প্রতিবাদ বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছে।

এদিকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে আর জি কররে ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়ে গতকাল বিভিন্ন কলেজে প্রতিবাদ কর্মসূচী ও বিক্ষোভ অবস্থান পালন করা হয়।

বিভিন্ন জেলা থেকেও এসেছে বিক্ষোভ অবস্থানের খবর।

কলকাতা হাইকোর্ট, আর জি করে চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে বুদ্ধিজীবীদের একটি মিছিলের অনুমতি দিয়েছে। কলকাতা পুলিশ তাদের অনুমতি না দেওয়ায় তারা আদালতের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি অমৃতা সিনহা গতকাল ঐ মামলার শুনানিতে তেসরা সেপ্টেম্বর বিকেল তিনটে থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত রবীন্দ্রসদন থেকে হাজরা - মিছিল করার অনুমতি দেন। রাজ্যএর বিভিন্ন প্রান্তে যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে, সময় মত তা নিয়ন্ত্রণ না করলে আটকানো যাবে কিনা, রাজ্যের আইনজীবীকে বিচারপতি সেই প্রশ্ন করেন। রাজ্যের তরফে তখন জানানো হয়, অফিসের ব্যস্ত সময় ছাড়া অন্য সময়ে মিছইল করলে তাদের কোনো আপত্তি নেই। এরপরই বিচারপতি সিনহা কালচারাল অ্যান্ড লিটারারি ফোরাম অফ বেঙ্গল নামে ঐ সংগঠনকে মঙ্গলবার মিছিলের অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি সুষ্ঠুভাবে মিছিল পরিচালনার নির্দেশ দেন পুলিশকে।

কলকাতা হাই কোর্ট, পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ' এর ডাকা নবান্ন অভিযানের অন্যতম আহ্বায়ক সায়ন লাহিড়ীকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল। আজ দুপুর ২টোর মধ্যে তাঁকে ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে পুলিশকে। আদালতের নির্দেশ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলেও স্পষ্ট জানিয়েছে হাই কোর্ট ।

এর আগে সায়ন লাহিড়ীর গ্রেফতার নিয়ে রাজ্য সরকার কলকাতা হাইকোর্টে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। সায়নকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁকে কোথাও হামলা করতে দেখা গেছে কিনা, বিচারপতি অমৃতা সিনহা সেই প্রশ্ন তোলেন।

রাজ্য সরকারের তরফে পাল্টা যুক্তি দেওয়া হয়, নবান্ন অভিযান কর্মসূচি থেকে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল। সেই কারণেই কর্মসূচির আহবায়ক হিসেবে গ্রেফতার করা হয় সায়ন লাহিড়ীকে। এছাড়া ওই মিছিলের জন্য পুলিশ অনুমতি দেয়নি।

রাজ্যের এই সওয়ালের পর বিচারপতি সিনহা আর জি করের ঘটনায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে কেন পুলিশ গ্রেফতার করেনি, সেই প্রশ্নও তোলেন।

উল্লেখ্য, তার গ্রেফতারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সায়ন হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আদালতে তার আইনজীবী জানান, মিথ্য অভিযোগে সায়নকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, এন এইচ আর সি, আর জি কর ইস্যুতে গত মঙ্গলবার ছাত্র সমাজের ডাকা নবান্ন অভিযানে পুলিশি বলপ্রয়োগের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কলকাতার নগর পাল বিনীত গোয়েলের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। ওইদিনের অভিযানকে কেন্দ্র করে মহানগরীর বিভিন্ন জায়গায় যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তার প্রেক্ষিতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, সেব্যাপারে বিস্তারিত জানাতে বলা হয়েছে। দু- সপ্তাহের মধ্যে ঐ রিপোর্ট জমা দিতে হবে বলে এন এইচ আর সি-র তরফে কমিশনারকে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

আর জি করের ঘটনার মধ্যেই জলপাইগুড়ির ফাঁসিদেওয়া ব্লকে ১৭ বছরের এক নাবালিকার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গয়াগঙ্গা চাবাগান এলাকায় ঐ

নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ। এই ঘটনায় মেটয়েটির কাকাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পরিবারের অবশ্য দাবি, পুলিশ প্রকৃত দোষীকে গ্রেপ্তার না করে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এমনকি মেয়েটির দেহও তাদের দেখতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

মালদার হাবিবপুরে বেতপুকুর এলাকায় এক আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষনের ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মূর্মূ গতকাল ওই গ্রামে যান। নাবালিকার বাবা মার সঙ্গে দেখা না হলেও বাড়ির বাকী সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর অভিযোগ, জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বকসী ওই নাবালিকার বাবা মাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছেন। এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ধর্ষিতা ও বাবা - মা পুলিশের কাছে রয়েছে এবং পুলিশ ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনায় রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

উল্লেখ্য, গত বুধবার রাতে সুবোধ মন্ডল নামে স্থানীয় হাতুড়ে চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু শেখানোর নাম করে ওই নাবালিকাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। গতকাল আদালতে নাবালিকার জবান বন্দী রেকর্ড করা হয় ।

মালদার হবিবপুর ধর্ষণ কান্ডে নির্যাতিতাকে নিজের বাড়িতে রাখবেন বলে বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা জানিয়েছেন। তিনি গতকাল নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে

কথা বলেন। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যসভার সংসদ সামিউল ইসলাম, মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি, জেলা পরিষদের সভাপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলা শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি শুভদীপ সান্যাল একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। মন্ত্রী তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং সব সময় তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি শ্রীমতী হাসদা বলেন, পরিবার রাজি থাকলে নির্যাতিতাকে তিনি তার বাড়িতে রাখবেন। এছাড়াও তিনি এই নিয়ে রাজনীতি না করারও আবেদন জানান।

হরিয়ানায় কাজ করতে যাওয়া এরাজ্যের এক পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। শাবির মল্লিক নামে বছর ২৩ এর ঐ যুবক বাসন্তীর বল্লারটপ গ্রামের বাসিন্দা। বছর তিনেক আগে তিনি কাজের জন্য হরিয়ানায় পাড়ি দেন। গত মঙ্গলবার বাড্ডা এলাকায় তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধরক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তারপর থেকেই শাবিরের খোঁজ মিলছিল না। পরে পার্শ্ববর্তী একটি নিকাশি খালের ধার থেকে তার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। সাবিরের সঙ্গী, শ্যালক সুজাউদ্দীন সর্দার গতকাল তাঁর মৃতদেহ নিয়ে গ্রামে ফিরলে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পরিবারের দাবি, গোমাংস খাওয়ার অভিযোগে তাকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। পুলিশকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। এমনকি ময়না তদন্তের রিপোর্টও পাওয়া যায়নি।

সুজাউদ্দীন জানিয়েছেন, ঐ এলাকায় গোমাংস খাওয়া বারন থাকায় শাবিরও তা খেতনা। কিন্তু ঐ এলাকায় অসমের কিছু মানুষ গোমাংস খেতেন। তারাই শাবিরকে ফাঁসিয়েছে বলে তাঁর দাবি।

স্থানীয় সাংসদ প্রতিমা মন্ডলকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। বাসন্তী গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি এব্যাপারে হরিয়ানা সরকারের কাছ থেকে রিপোর্ট তলবের দাবি জানিয়েছেন।

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পুলিস সেলে বিচারাধীন এক বন্দির মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। কালীপদ দাস নামে ঐ বন্দীর বাড়ি হুগলির হরিপাল থানার ভীমপুরে। হুগলির সংশোধনাগারে থাকাকালীন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ২৪ আগস্ট বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আউটডোরের বক্ষবিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। পরীক্ষা করে সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন। সেইমতো হাসপাতালের পুলিস সেলে রেখে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। সেখানেই বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার বিষয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে বর্ধমান থানা।

এবার থেকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়ক/ সহায়িকারা ইপিএফ বা কর্মচারী ভবিশ্য নিধির সুবিধা পাবেন। স্কুল শিক্ষা দপ্তর থেকে গতকাল এই মর্মে এক নির্দেশিকা জারি করা হয়। ২০২৪ এর পয়লা এপ্রিল থেকে এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। ৬০ বছরের পর অবসর নেওয়ার সময় এককালীন আর্থিক সুবিধা পাবেন তারা।

এবার থেকে রাজ্য সরকারকে সরাসরি ধান বিক্রির জন্য নাম রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। কৃষকরা এই রেজিস্ট্রেশন ছাড়া সরকারকে ধান বিক্রি করতে পারবেন না বলে কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। দফতরের পোর্টাল থেকে অনলাইনে এই নাম নথিভুক্তি করতে হবে। এছাড়াও কৃষকরা বিভিন্ন সরকারি সহয়াতা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে গিয়ে এই রেজিস্ট্রেশনের কাজ করতে পারবেন। এর জন্য আধার কার্ড, কৃষক বন্ধু কার্ড, জমির নথি ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা আবশ্যিক। অনলাইনে স্লট বুকিংয়ের মাধ্যমে ধান বিক্রি করতে হবে। ফোঁড়েদের বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতেই এই উদ্যোগ বলে কৃষি দপ্তর সূত্রে জান গেছে। তবে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে কিছু সমস্যাও দেখা দিচ্ছে।

রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে যেসব নথি প্রয়োজন, অনেক কৃষকের কাছেই সেগুলি নেই। তারা এর ফলে সমস্যায় পড়ছেন।

যদিও খাদ্য দফতরের আধিকারিকেরা অবশ্য জানিয়েছেন, যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেটা মেনেই কৃষকদের ধান বিক্তি করতে হবে। পদ্ধতিগত ভাবে ধান বিক্রির ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা সমস্যা হচ্ছে, তবে কৃষকেরা মানছেন, বায়োমেট্রিক দিয়ে ধান বিক্রি করার পদ্ধতি আসায় অনেকটাই স্বচ্ছতা ফিরেছে।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আজ ১৩৩ তম ডুরান্ড কাপ ফুটবলের ফাইনালে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট , নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে। খেলা শুরু হবে বিকেল সাড়ে পাঁচটায়।

ম্যাচকে ঘিরে সবুজ মেরুন সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে। আজকের ম্যাচ জিতলে ১৮ বার ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হবে মোহনবাগান।

উল্লেখ্য, সেমিফাইনালে মোহনবাগান ব্যাঙ্গালুরু এফসিকে টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়ে, এবং নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড লাজং এফসিকে ৩-০ গোলে হারি য়ে ফাইনালে ওঠে।

সংগঠকদের তরফে জানানো হয়েছে, আজ ফাইনাল ম্যাচ শুরুর আগে এবং বিরতিতেও নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

-------------------- --------------------